প্রকৃত স্বাধীনতা

মখদুম আজম মাশরাফী

এক.

আজ আমি কিছু কথা লিখবো যা অনেকে নাও পছন্দ করতে পারেন। অনেকে গালিও দিতে পারেন আমাকে। কারন এ কথাগুলি নতুন। নতুন চিন্তা ভাবনা চিরকালই বিপন্ন হয়েছে। গতানুগতিক ভাবনার বাইরে নতুন চিন্তাকে মনে তুলে ভেবে দেখার ধৈর্য কম মানুষেরই থাকে। আমার কথাটি হল, "স্বাধীনতা" ব্যাপারটি আজকাল খুব আবেগের সাথে চর্চা করা হয়। রাজনৈতিক দখল-বেদখলের টানাটানিতে এর ব্যবহার সব চেয়ে বেশী। এর পক্ষে এক দল পাড় দাবীদার। অন্য পক্ষকে ক্রমাগত আক্রমণ চলতেই থাকে। অন্য পক্ষও ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় স্বাধীনতা নামটি আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রানপন চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর কারন সেই দখল-বেদখলের ব্যাপার। রাজনৈতিক টানাপোড়ন।

কোন এক কৃষক অথবা শ্রমিকের কাছে এই স্বাধীনতা ব্যাপারটি জানতে চাইলে খুব পরিষ্কার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। কারন দেশের সিংহ ভাগ মানুষ সরাসরি ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হোল সবাই এই সাধারন মানুষ গুলিকে মুল নায়ক করে রাজনীতির দখল-বেদখল চালিয়ে যায়। আরেক দল মানুষও স্বাধীনতা বিষয়টির বেশ চর্চা করেন। এদের একটি অংশ আধা রাজনৈতিক। এদের নাম হয়েছে "সুশীল"। এরা দ্বন্দ্ব মান দুই রাজনৈতিক মেরুর মাঝখানে রঙ্গিন ফিতার মত ঝুলে থাকে। কখনও আবার দুলতে থাকে। যেদিকে যেমন সুবিধা। অন্য অংশটির পরিচয় সংস্কৃতি সেবক। এরা লেখায়, গানে, নাটকে স্বাধীনতা বিষয়টিকে বেশ আবেগ ও রুপ সজ্জা দিয়ে থাকেন। কখনও সখনও শ্রমিক, কৃষক, কর্মীজনের জীবন থেকে নেয়া ঘটনা গুলিকে ব্যাবহার করেন।

এগুলির মানে হচ্ছে, "স্বাধীনতা" একটি অতি ব্যাবহার যোগ্য বিষয়। এর মালিকানা নিয়ে তাই নিরন্তর চলছে কাড়াকাড়ি, টানাটানি এবং কখনও হানাহানি। যদি কাল পরিমাপে বর্তমানকে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরে নেয়া যায় তবে ৪৪ বছর আগে অর্জিত স্বাধীনতার কোন সুফল দেখা যাবে না। এ ক'টি বছরে দেশের যে টুকু প্রগতি তা পুরোটা পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রগতি প্রবাহের একটি অনিবার্য ধারা বলা যায়। প্রযুক্তি, জীবন ধারার পরিবর্তন এগুলো সে ধারারই অনিবার্য ফলাফল। "স্বাধীনতা" পাশে দাঁড়িয়ে তা দেখছে শুধুই।
৪৪ বছর আগে কি ঘটেছিল তা একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক। শাসকেরা পাকিস্তান দেশটিকে সফল করতে বিফল হয়। পূর্বাঞ্চলীয় মানুষের আন্দোলন হয়। নির্বাচন হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর হয় না। পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের অনিয়ম মানতে অস্বীকার করে। পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চলকে শক্তি প্রয়োগে পদানত করতে চায়। পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক দূরত্ব এর সুবিধা ব্যাবহার করে পশ্চিমাঞ্চলকে বিদায় জানায়। অনিবার্য সঙ্ঘাত বাঁধে। পরিবেষ্টিত ভারত তার ভুমিকা পালন করে। জন্ম হয় নতুন নামের দেশ বাংলাদেশ। আসে রাজনৈতিক স্বাধীনতা |এই কি তবে বাঙ্গালির প্রথম স্বাধীনতা? ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। তাই যদি ধরে নেয়া যায়, তাহলে আলীবর্দি খান আর সিরাজুদ্দউলা কোন দেশের নবাব ছিলেন? নিশ্চই কোন পরাধীন দেশের নবাব নয়। ঈশা খাঁ তবে কে ছিলেন। এরকম প্রশ্ন এসেই যায়। কারন আমরা এখন যে "বর্তমানে" বাস করছি তাও দশক শতাব্দী পেরুলে হবে "অতীত"। হবে ইতিহাস। আবার যা এখন "ভবিষ্যৎ" তাও একদিন কাল পরিক্রমায় পরিনত হবে "বর্তমানে" | সে "বর্তমানে" যারা বাস করবে তারা কি তবে তাদের "অতীত" বা ইতিহাসকে গননার বাইরে রাখবেন? এর উত্তর এখন অজানা। কারন ভবিষ্যতের কথা কেউই জানে না। আরেকটু খোলা করে দেখা যাক না। যেমন ধরুন আমার বাবার জন্ম ব্রিটিশ ভারতে। তিনি যখন তরুন ছিলেন এই ভূখণ্ডের মানুষ তখন স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে। ভারত একদিন ভেঙ্গেছে। জন্ম হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। বিনয়, বাদল, দীনেশ, খুদিরাম, প্রীতিলতা, মঙ্গল পাণ্ডে, তিতুমীর যদি ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা দেখতেন সেদিন তাদের দেশ স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করতেন তা ভাবার বিষয়। যা হোক এ দুটি রাষ্ট্র সেদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে। সেদিন আমাদের ভূখণ্ডটি ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল। আমরা প্রতিবছর ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করেছি। আমার বাবার যৌবনের দেশ-ভালবাসা তখন রাঙ্গানো ছিল সেই স্বাধীনতার রঙে। এমন কি আমাদের প্রারম্ভ জীবনেও ছিল তাই। ২৫ টি বছর ধরে সেই স্বাধীনতা পূর্ণ করেছে পশ্চিমা আর পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগের মানুষের সাধ।

তা হলে বোঝা গেল ভূমি থাকে , কিন্তু পতাকা বদলায়, জনতা বদলায়। আর বদলায় "স্বাধীনতা" ব্যাপারটি। জনতা বদলায় এ জন্য বলছি যে , ধরুন আজ থেকে শতাব্দী আগে যারা "জনতা" ছিলেন তাদের একজনও আজ বেঁচে নেই। সম্পূর্ণ নতুন একটি "জনতা" ক্রমশ জন্মেছে এবং জীবন যাপন

করছে৷ তাই প্রকৃত পক্ষে দেখা যাচ্ছে এই "স্বাধীনতা" ব্যাপারটির সংজ্ঞা, সীমানা ও জনতা পরিপূর্ণভাবে সাময়িক ও বিবর্তনশীল৷ আমাদের দেশসহ যে কোন দেশের ইতিহাস পড়লে এ সত্য সহজেই বোঝা যাবে৷

দুই.

এখন দেখা যাক স্বাধীনতার প্রকৃত মানে কি৷ বক্তৃতা , বিবৃতি ও বিদগ্ধ লেখালেখিতে স্বাধীনতাকে মুক্ত বিকাশের অন্য নাম হিসেবে বলা হয়৷ এই মুক্ত বিকাশ হবে দেশবাসির প্রতিজনের জীবনে৷ কারও উপর অন্য জনের আধিপত্য থাকবে না৷ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার যথাযথ আয়োজন থাকবে৷ থাকবে বুদ্ধি বৃত্তি চর্চার সুব্যাবস্থা ও মুক্ত বিকাশমান পরিবেশ৷ অযথা দ্বন্দ্ব হানাহানি মুক্ত সমাজে মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের ধারায় এগিয়ে যাবে সারা দেশ। এশিয়ার সিঙ্গাপুরের মত স্বাধীনতাকে অর্থবহ কোরে তুলবে – যেখানে একজন মানুষের মাথা পিছু আয় মাত্র ৩৪ ডলার থেকে ৬৫০০০ ডলারে উন্নিত করবে স্বাধীনতার বিকাশমান সুফল৷

১৪ আগস্ট কিংবা ২৬ ডিসেম্বর তারিখগুলির আবেগের চেয়ে বড় হল দেশবাসির জীবনে প্রতিফলিত প্রকৃত স্বাধীনতার সার্বিক অর্থ বাস্তবায়ন৷ তাই রাজনৈতিক মেধাশক্তি ও দক্ষতা, সুশীল চিন্তাশক্তি আর জনমানুষের জীবনী শক্তির মুক্ত ব্যাবহারের সুফল জনিত প্রগতির নামই আসলে স্বাধীনতা৷

২৫ ডিসেম্বর ২০১৫, ওয়ারনাম্বুল, অস্ট্রেলিয়া৷